“তুমি যে কী হারালে!! ওহে বঞ্চিত!”

শাহাদাত লাভের অসংখ্য প্রতিদানসমূহের একটি নিয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি ছোট লেখনী

আস-সাওয়ারিম মিডিয়া

https://telegram.me/assawarim www.facebook.com/assawarim

আল বায়হাকী শু'য়াইব আল-ইমান, কাদিম বিন উসমান আল জ'ই এর সনদ নিয়ে বলেন, “আমি একজন লোককে কা'বা প্রদক্ষিণ করতে দেখলাম, তাই আমি তার কাছাকাছি গেলাম।

আমি দেখলাম সে এই শব্দগুলোর চেয়ে বেশি আর কিছুই বলছে না, “হে আল্লাহ! তুমি অভাবগ্রস্থদের অভাব পূরণ কর কিন্তু আমার প্রয়োজন এখনো পূর্ণ হয়নি।” সুতরাং আমি তাকে বললাম, “তোমার কি হয়েছে যে তুমি এই কথা ছাড়া আর একটি শব্দও বলছ না?” তখন তিনি উত্তর দিলেন, “আমি আপনাকে জানাবো।”

তিনি বললেন, “আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে সাতজন সঙ্গী ছিলাম, যারা শত্রুদের তাদের ভূমিতে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু আমরা শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে যাই। তখন আমাদের ঘাড়ে আঘাত হানার জন্য শত্রুরা আমাদের আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমি তখন আকাশের দিকে তাকালাম এবং আমার সামনে সাতটি খোলা দরজা দেখতে পেলাম, প্রত্যেক দরজার সামনে একজন করে হুর আল 'আইন দাড়িয়ে ছিলেন। আমাদের মধ্যে একজনকে তার গর্দান কাটার জন্য এগিয়ে নেয়া হল, যখন তার ঘাড়ে আঘাত হানা হল, আমি দেখলাম একজন হুর তার রুমাল নিয়ে তাঁর দিকে নেমে আসছে, এভাবে বাকি ছয়জনের শিরশ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকল, প্রত্যেক সময় একটি দরজা থেকে একজন হুর নিচে নেমে আসতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত আমি বাকি ছিলাম। একটি দরজা ও একটি হুর বাকি ছিল তখন। যখন শিরচ্ছেদ করার জন্য আমার ঘাড়ের সামনে অগ্রসর হল, তখন তাদের (শত্রুপক্ষের) মধ্যে একজন পুরুষ অনুরোধ করল যেন আমাকে উপহার হিসেবে তাকে দিয়ে দেয়া হয়। তাই আমাকে উপহার হিসেবে তাকে দিয়ে দেয়া হল!! তখন আমি শুনতে পেলাম যে একজন হুর বাকী ছিলেন তিনি বলছেন, “তুমি যে কী হারালে!! ওহে বঞ্চিত!” এবং সেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

এবং ভাই আমার! আমি যা হারিয়েছি তার জন্যই আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত!”

কাসিম ইবনে উসমান বলেনঃ “আমার দৃষ্টিতে তিনি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, কারণ তিনি দেখেছেন, অন্যরা যা দেখেনি এবং তিনি বাকি রয়ে গেলেন তা হাসিলের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য (হুর এর জন্য)।”

[শু'আব আল-ইমান আল-বাইহাকি ৯/৩৫২]

শাইখ আবু ইয়াহিয়া আল লিবি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “যখন আমরা কারাগারে ছিলাম, তখন আমাদের বন্দী ভাইদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি একজন অত্যন্ত ধার্মিক ও ইবাদাহকারী ছিলেন। তিনি আমাকে একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন, যা আমি কান দিয়ে শুনেছিলাম এবং আমার হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমেরিকানরা তাকে কাবুলে থাকাকালীন সময় অত্যন্ত ঠান্ডা ও বৃষ্টির দিনে বন্দী করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল এবং হঠাৎ তারা তার চারিদিকে ঠান্ডা পানি ঢালা শুরু করল এবং তাকে লাথি মারতে লাগল।

তারপর তাদের মধ্যের খারাপ কিছু লোক তাকে চেপে ধরল। এতোটাই জোড়ে চেপে ধরেছিল যে মনে হচ্ছিল সে মারাই যাবেন, ফলে সেখানেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তিনি যখন সেই অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি দুজন সুন্দরতম সৌন্দর্যের অধিকারী নারী তাঁর দিকে আকাশ থেকে দ্রুতগতিতে নেমে আসছে, তখন আমেরিকান একজন তাকে আঘাত করে, যার ফলে

তিনি আবার জ্ঞান ফিরে পান এবং অচেতন অবস্থায় তিনি যা দেখছিলেন তা কেটে যায়। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি নিজেকে কেবল ঐ বন্য গর্দভদের (আমেরিকানদের) ও তার দোসরদের মধ্যে বন্দী অবস্থায় পান। আমরা তাঁকে ও অন্যান্য সকল মুসলমান বন্দীদের মুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি "

[শাইখ আবু ইয়াহিয়া'র বই "আল-আরাবিউন ফি ফাদল আস-শাহাদাহ, পৃ: ২৭-২৮]